দৈনিক বাংলা

19 MAR 1992

তারিখ 14 MAR 1992

পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

হলে তল্লাশি ঃ আটক ছাত্র উদ্ধার ঃ আজ হরতাল আহ্বান

রাজশাহী ভার্সিটি ঃ অগ্নিসংযোগ-ভাংচুরের দায়ে ৫৯ জন শিবিরকর্মী গ্রেপ্তার

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ রাজশাহী, ১৮ মার্চ।– পুলিশ ও বিডিআর মঙ্গলবার রাতে যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমীর আলী ও শাহ্ মখদুম হল থেকে ৫৮ জন ছাত্রকে এবং বুধবার সকালে অপর একজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। এদিকে মঙ্গলবারের ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রঐক্য বৃহস্পতিবার রাজশাহী শহরে অর্ধদিবস হরতাল ডেকেছে।

হলে অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর ও লুটপাটের সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে এসব ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা সবাই ইসলামী ছাত্রশিবিরে নেতা ও কর্মী।

এদিকে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বুধবার সকাল ১০টায় সকল ছাত্রছাত্রী শান্তিপূর্ণভাবে হল ত্যাগ করে।

মঙ্গলবার বেলা ২টা থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত নওয়াব আবদুল লতিফ হল, আমীর আলী হল, শাহ্ মখদুম হল, শেরে বাংলা হল ও জোহা হলের মোট ২১৮টি কক্ষে অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর ও লুটপাট হয়।

সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নওয়াব আবদুল লতিফ হলের। এই হলের ২০টি কক্ষ ছাড়া সবক'টি কক্ষের ক্ষতি হয়। মঙ্গলবার রাতে উল্লিখিত হলগুলো ছাত্রশিবিরের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবারের ঘটনা তদন্তের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক আ ন শামসুল হককে আহবায়ক করে ৭ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন।

মঙ্গলবার রাতে রাকসু ভিসি রিজভি আহমেদ জোহা হল, আমীর আলী হল ও শাহ্ মখদুম হলে আটক তিনজন ছাত্রকে উদ্ধার করেন। তারা সবাই গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের কর্মী।

আমাদের রাজশাহী সংবাদদাতা জানান, মঙ্গলবার রাত একটার দিকে নতুন করে ১৪ জন ছাত্রের হাত–পায়ের রগ কাটা হয়। সব মিলিয়ে হাত–পায়ের রগ কাটা আহত ছাত্রের সংখ্যা হচ্ছে ২২ জন। তাদের মধ্যে কয়েকজন রোজাদারও ছিল বলে জানা গেছে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীনদের মধ্যে জাকু, প্রিন্স, আইভি ও লিটনের অবস্থা আশংকাজনক। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অনেক ছাত্র গ্রেপ্তারের ভয়ে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেছে।

রাতে জোহা হলের ২১৯ নম্বর কক্ষ থেকে সাগর নামের একজন ছাত্রকে তালাবদ্ধ আলমারীর ভেতর থেকে উদ্ধার

(আটের পাতায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

রাজশাহী ভার্সিটি ঃ অগ্নিসংযোগ-ভাংচুরের দায়ে ৫৯

(প্রথম পৃঃ পর)

করা হয়েছে।

মঙ্গলবারের ঘটনা সম্পর্কে একজন বিডিআর কর্মকর্তা ও বোয়ালিয়া থানার ওসি বলেছেন, এই নারকীয় ঘটনা '৭১ সালের ধ্বংসযজ্ঞকেও হার মানিয়েছে।

আজ বুধবার জামায়াত–শিবিরের কোন নেতা–কর্মীকে রাজশাহী শহরে দেখা যাচ্ছে না। শহরের পরিস্থিতি থমথমে। বোয়ালিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে।

গত মঙ্গলবারের সংঘর্ষের ঘটনায় আহত ছাত্রদের মধ্যে নিজেদের স্বজনদের খোঁজার জন্য আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আত্মীয়–স্বজনরা ভিড় করেন।

প্রতিবাদ সভা

বুধবার বিকালে স্বাধীনতার পক্ষের সকল রাজনৈতিক দলের এক প্রতিবাদ সভা সাহেববাজার চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট মহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনু, বাসদের খালেকুজ্জামান ভূঁইয়া প্রমুখ নেতা বক্তৃতা করেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের আশ্বাস সরকার দিলেও তা করা হয়নি। এই মামলা প্রত্যাহার করা হলে পিটুকে লাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে হতো না। তারা পিটু হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি দাবী করেন।

তারা বলেন, গণআদালতে গোলাম আযমের বিচার বানচাল করার জন্য শিবিরকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। গোলাম আযমের বিচারের প্রশ্ন উঠলে যারা সংবিধানের কথা তোলেন, তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়, গণআদালত গণআন্দোলনেরই একটি পথ।

বুধবার সন্ধ্যায় স্থানীয়, একটি হোটেলে রাশেদ খান মেনন সাংবাদিকদের বলেন, প্রশাসনের কোন ব্যক্তির ইশারায় পুলিশ ঘটনার সময় নীরব দর্শক ছিল, তার বিচার অবশ্যই করতে হবে। এই ঘটনার দায়–দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে। তিনি দোষীদের বিচার দাবী করেন।

রাকসু ভিসি রিজভি আহমেদ এক বিবৃতিতে একজন ছাত্র নিহত হওয়াও গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি ইসলামী ছাত্রশিবিরের নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞের নিন্দা করেন।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (শা–অ) ভার্সিটি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতিতে সরকারী মদদ ও পুলিশের সহযোগিতায় জামায়াত–শিবির সন্ত্রাস ও হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ করেন।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মিজানুর রহমান মিনু ক্ষতিগ্রস্ত হলগুলো পরিদর্শনকরেন।

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৩৯ জনের মধ্যে মাসুম ও জাফর ছাড়া অন্যদের অবস্থা উন্নতির দিকে।

রাজশাহী ভার্সিটি শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর এম শামসুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর সাইফুল ইসলাম ফারুকী এক যুক্ত বিবৃতিতে ছাত্র–পুলিশ সংঘর্ষে একজন ছাত্র নিহত হওয়ায় গভীর শোক প্রকাশ করেন। তারা ঘটনার তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি দাবী করেন।

পিটুর লাশ দাফন

আমাদের রংপুর সংবাদদাতা জানান, নিহত ছাত্রনেতা ইয়াসির আরাফাত পিটুর লাশ শহরের মুন্সীপাড়া গোরস্তানে দাফন করা হয়েছে।

ভোর ৬টায় পিটুর লাশ রংপুর এসে পৌঁছলে এক মর্মান্তিক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। তাঁর মা ও ভাইবোনেরা লাশের উপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। স্টাফ কোয়ার্টার বাসভবনের সামনে ভোর থেকে বিকাল পর্যন্ত লাশ রাখা হয়। শহরের সর্বস্তরের হাজার হাজার লোক লাশ দেখতে যায়।

দাফনের আগে পাবলিক লাইব্রেরী ময়দান ও স্টাফ কোয়ার্টার মাঠে দু'বার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার লোক জানাজায় শরিক হন।

জাসদ ও ছাত্রলীগ (না–শ) বৃহস্পতিবার রংপুরে অর্ধদিবস হরতাল আহবান করেছে। সন্ধ্যায় একটি মশাল মিছিল বের করা হয়। পরে ছাত্রঐক্যের এক প্রতিবাদ সভায় পিটুর হত্যাকারীদের শাস্তি দাবী করা হয়।

শেখ হাসিনার ক্ষোভ

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইয়াসির আরাফাত পিটু নিহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানান।

বুধবার দেয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন ঃ জামায়াত–শিবিরের দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালনকালে পুলিশ ও শিবিরের সশস্ত্র বাহিনী ছাত্র–ছাত্রীদের ওপর যৌথভাবে হামলা চালায়। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ঐক্যের শান্তিপূর্ণ মিছিলে নির্বিচারে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও গুলি বর্ষণ করে পিটুর জীবন কেড়ে নেয়া হয়। বহু ছাত্রের পায়ের রগ কেটে দেয়া হয়েছে। ছাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া হয়। এই নারকীয় ঘটনা জাতিকে ক্ষুব্ধ ও ব্যাথিত করেছে।

সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী তাঁর বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, সরকার গোলাম আযম গংয়ের বিচার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির হীন উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভিন্নমতাবলম্বীদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে চাচ্ছে। হত্যা, দমন, পীড়ন ও নির্যাতন চালিয়ে অতীতে কোন সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শেখ হাসিনা ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি দাবী করেন। অপর এক বিবৃতিতে তিনি দুষ্কৃতকারীদের হাতে নওগাঁ থানা ছাত্রলীগ নেতা সিরাজুল ইসলাম সজল হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা করেন

ছাত্রদলের নিন্দা

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ গত মঙ্গলবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের তান্ডবলীলা এবং একজন ছাত্রের নিহত হবার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদকরেছেন।

ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক খায়রুল কবীর খোকন ও এজিএস নাজিমউদ্দিন আলম এক যুক্ত বিবৃতিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ করেন। তারা বলেন, গণতন্ত্রের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হলো আইনের শাসন। তাই স্বৈরাচারমুক্ত বর্তমান গণতান্ত্রিক পরিবেশে আইনের, শাসনের প্রতি সকলের আনুগত্য ও শ্রদ্ধাবোধই কাম্য। নেতৃবৃন্দ সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে মঙ্গলবারের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার সাথে জড়িত সকল সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি আহবান জানান। খবর বিজ্ঞপ্তির।